দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 29-SEP 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

কম্পিউটার নয়, প্রোগ্রামিং-এর ভুলে—

॥ নাজমুল হাসান ॥

কম্পিউটার আবার প্রমাণ করিয়াছে সে পৃথিবীর সবচাইতে বোকা যন্ত্র। এস এস সি পরীক্ষার (শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

কম্পিউটার নয়

(১ম পৃঃ পর)

ফল তৈরীতে প্রথমবারের মত কম্পিউটার ব্যবহার করিয়া ঢাকা বোর্ড অবশেষে স্বীকার করিয়াছে, তাহারা ভুল করিয়াছে। ত্রুটিপূর্ণ প্রোগ্রামিং-এর দরুন এই বোর্ডের চার সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী পাস করিলেও কম্পিউটার ফল স্থগিত রাখিয়াছে।

কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং-এ ইসলাম ধর্ম ও বাণিজ্যিক হিসাবের মত ব্যবহারিক বিষয়বিহীন বিষয়েও ব্যবহারিক বিষয় দেওয়া ছিল। কম্পিউটার ব্যবহারিক বিষয়ের নম্বর না পাইয়া এ সকল বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের ফল স্থগিত রাখিয়া দিয়াছে। পরীক্ষার্থীর জন্ম তারিখ না থাকিলে জন্ম তারিখের ঘর অপূর্ণ রাখিয়া ফল ঘোষণার নিয়ম। কিন্তু কম্পিউটার জন্ম তারিখবিহীন সকল পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত রাখিয়া দিয়াছে। গত বছরের ফেল করা পরীক্ষার্থী এবার যাহারা 'আরপি' হিসাবে পরীক্ষা দিয়াছে কম্পিউটার তাহাদের ফলও তৈরী করে নাই। মেধা তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে চারজন পরীক্ষার্থীর নাম। প্রোগ্রামিং-এর ভুল সহস্রবার পুনরাবৃত্ত হইয়া এমন বিপত্তি সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রথমবারের মত কম্পিউটার ব্যবহারের বিড়ম্বনাময় অভিজ্ঞার পর ঢাকা বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়াছে এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষার ফল তৈরীর কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করা হইবে না। প্রতি তিনজন টেবুলেটরের একেকটি গ্রুপ করিয়া এইচ এস সি-র ফল তৈরী করা হইবে। প্রতি গ্রুপ দেড় হাজার হইতে ১৬ শত পরীক্ষার্থীর ফল তৈরী করা হইবে। ভুল এড়ানোর উদ্দেশ্যে এই ফল টাইপ করা হইবে না। বরং টেবুলেটরদের হাতে লেখা শীট সরাসরি ক্যামেরায় টানিয়া ছাপানোর চিন্তা-ভাবনা করা হইতেছে। অথবা টেবুলেটরদের দ্বারা ফল তৈরীর পর কম্পিউটারে কেবল হরফ সাজাইয়া ছাপার ব্যবস্থা করা হইবে।

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এসএসসি পরীক্ষার ফলে কম্পিউটার বিড়ম্বনার কথা অকপটে স্বীকার করিয়া বলেন, এ সকল ভুল সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যে ২৫ ভাগ ভুল সংশোধন করা হইয়াছে। অচিরেই বাকী ভুলও সংশোধন করা হইবে।